মহাদেশীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে লেখ। মহাদেশীয় ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। মহাদেশীয় ব্যবস্থা নেপোলিয়নের পতনের জন্য কতটা দায়ী?

১৮০৬ খ্রি. মধ্যে নেপোলিয়ান সমগ্র ইউরোপের ওপর প্রায় আধিপত্য কায়েম করেছিল। ইউ বিভিন্ন দেশ তার বিজিত রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল নতুবা নেপোলিয়নের মিত্রতামূলক কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়। ১৮০৭ খ্রি. রাশিয়াও নেপোলিয়নের বন্ধুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। কেবলমাত্র তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল বলকান অঞ্চল, পোর্তুগাল, ইংল্যান্ড। তবে এই পর্যায়ে নেপোলিয়নের কাছে প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল ইংল্যান্ড। নেপোলিয়ন উপলব্ধি করেছিলেন নৌশক্তিতে বলিয়ান ইংল্যান্ডকে সরাসরি যুদ্ধে পরাজিত করা যাবে না। তাই তিনি ইংল্যান্ডকে হাতে মারার পরিবর্তে ভাতে মারার পরিকল্পনা করেন। তিনি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মহাদেশীয় ব্যবস্থা জারি করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডকে পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই মহাদেশীয় ব্যবস্থা নেপোলিয়নের পতনের পথকে সুগম করে। যে মহাদেশীয় ব্যবস্থা জারি করে ইংল্যান্ডকে ক্ষতি করতে চেয়েছিল, সেই একই ক্ষতে শিকার হয় ফ্রান্স।

অভিজ্ঞ নেপোলিয়ন বুঝেছিলেন ইংল্যান্ডের প্রাণ শক্তি ছিল তার সমৃদ্ধ শিল্প ও বাণিজ্য। ইংল্যান্ডের শিল্পজাত পণ্যের গ্রাহক ছিল ইউরোপের দেশগুলি। তাই এই মহাদেশের বন্দরগুলিতে ব্রিটিশ পণ্যের প্রবেশ বন্ধ করে দিতে পারলে ইংল্যান্ডের অর্থশক্তি অবশ্যই ভেঙে পড়বে। মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা জারি করার ক্ষেত্রে নেপোলিয়নের দুটি উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত, তিনি চেয়েছিলেন ইংল্যান্ডের শক্তি ও সমৃদ্ধির উৎস তার মহাদেশীয় বাণিজ্য ধ্বংস করে ইংল্যান্ডকে ফ্রান্সের কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করে। দ্বিতীয়ত, ইংল্যান্ডের ছেড়ে যাওয়া বাজার দখল করে ফ্রান্সের শিল্পায়ন সুনিশ্চিত করা। ঐতিহাসিক কোবান এই বিষয়টিকে 'বোনাপার্টিস্ট কোলবার্টিজম' বলেছেন। এভাবে

ইংল্যান্ড তার বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত হলে মহাদেশের বিশাল বাজার ফ্রান্সের হস্তগত হবে এবং বিপুল চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে ফ্রান্সের নতুন নতুন শিল্পকারখানা স্থাপিত হবে, সমৃদ্ধ হবে ফ্রান্সের নীতি।

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার কর্মসূচী হিসাবে নেপোলিয়ন ১৮০৬ সালে বার্লিন ডিক্রি জারি করেন। এবং এই নির্দেশ দ্বারা সমস্ত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অবরোধ ঘোষণা করা হয়। ফরাসি বন্দরগুলিতে ব্রিটেন বা তার উপনিবেশ থেকে আগত জাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এর প্রত্যুত্তরে ব্রিটেন ১৮০৭-এ 'অর্ডারস ইন কাউন্সিল'-এ এক নির্দেশ দ্বারা ইউরোপের নিরপেক্ষ দেশগুলিতে পাল্টা অবরোধ জারি করেন। নিরপেক্ষ কোনো দেশের জাহাজ ফ্রান্স বা ফ্রান্স অধিকৃত বন্দরে আসার চেষ্টা করলে তাকে বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইংল্যান্ডের হুমকির জবাবে নেপোলিয়ান আরও দুটি ডিক্রি জারি করেন। যথাক্রমে- ফন্টেন ব্লু ও মিলান ডিক্রি জারি করে বলা হয় নিরপেক্ষ দেশ জাহাজে যারা অর্ডারস ইন কাউন্সিল মান্য করবে তাদের ব্রিটিশ সম্পত্তি হিসাবে বাজেয়াপ্ত করে আমদানী পুড়িয়ে ফেলা হবে। এইভাবে মহাদেশীয় অবরোধের নামে নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

নেপোলিয়ন ইউরোপীয় দেশগুলিকে মহাদেশীয় অবরোধ মানতে বাধ্য করেন। প্রথমদিকে প্রাশিয়া, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এই ব্যবস্থা মানতে রাজি হন। প্রাথমিক দিকে ইংল্যান্ডের রপ্তানী বানিজ্য বিশেষ হ্রাস পায়। বেকারী ও অর্থ সমস্যা ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত করে তোলে। ১৮১০ খ্রি. দিকে ইংল্যান্ডের শিল্পবানিজ্য যথেষ্ট ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু ইউরোপের ব্যাপক খাদ্যাভাব ও অর্থ সংকট দেখা দিলেও বহু দেশীয় বনিকদের মধ্যে বানিজ্যের জন্য গোপনে আমদানি হতে থাকে। ফলে নেপোলিয়ন বনিক গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করতে খাদ্য রপ্তানী করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাছাড়া মহাদেশীয় বানিজ্য বাইরের অঞ্চলগুলির সাথে ব্রিটেনের সম্পর্ক তাড়ে বেড়েছিল।

এমনকি প্রাশিয়া, হল্যান্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশের সাথে গোপনে লেনদেন ইংল্যান্ডে অব্যাহত ছিল। ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক ভিত্তি এতটাই সুদৃঢ় ছিল যে মহাদেশীয় অবরোধের মতো আধা ব্যবস্থা দ্বারা নত করা সহজসাধ্য ছিল না।

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা অভিনব ছিল কিন্তু এর বাস্তবগত ভিত্তি ছিল দুর্বল। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা রূপায়নের অভাব অনিবার্যভাবে এই ব্যবস্থাকে ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়। ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল দুটি – প্রথমত, এই ব্যবস্থা সফল করার জন্য প্রয়োজন ছিল বিশাল নৌবহর। কারণ পন্য রপ্তানী বন্ধ করার জন্য ইউরোপের উপকূল জুড়ে ফরাসি নৌবহরে কড়া নজরদারি আবশ্যিক ছিল। কিন্তু ফ্রান্সে এত নৌবহর ছিল না। দ্বিতীয়ত, ইংল্যান্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের গুণগতমান এতটাই উন্নত ছিল, যার খ্যাতি ইউরোপের দেশগুলিতে ছড়িয়ে ছিল। এমনকিছু দ্রব্য যা বিভিন্ন দেশের নিরাপত্তা ও জীবনধারণে আবশ্যিক ছিল। প্রথমদিকে অনুগত দেশগুলি ভেবেছিল ফ্রান্স ইংল্যান্ডের বিকল্প হিসাবে পণ্যের যোগান দেবে, কিন্তু ফ্রান্স তা পারেনি। এমনকি ফ্রান্স নিজেই চোরা পথে ইংল্যান্ড থেকে পন্য আমদানী করেছিল।

মহাদেশীয় ব্যবস্থা দেশ ও দেশের বাইরে নেপোলিয়নকে অজনপ্রিয় করে তোলে। নেপোলিয়ন ভেবেছিলেন এই ব্যবস্থার দ্বারা অভ্যন্তরে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা সুবিধা পাবে, কিন্তু তা ছিল নিতান্তই সাময়িক, এরপরে ফ্রান্সের বাণিজ্যে ভাটা পড়ে। ১৪১০-১২ সালে ফ্রান্স অর্থনৈতিক মন্দার শিকার হয়, ফ্রান্সের বুর্জোয়া সমাজ নেপোলিয়নের নীতিকেই দায়ী করে। তিনি 'লাইসেন্স' প্রথা জারি করে বাণিজ্যকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তাছাড়াও অত্যাবশ্য পণ্যের অভাব, মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, বাণিজ্যের মন্দা ইত্যাদি চাপে ফ্রান্সের মিত্রদেশগুলির জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। এই মহাদেশীয় ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতায় নেপোলিয়নের মিত্রদেশ এবং নিরপেক্ষ দেশগুলি ফ্রান্সের শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। নেপোলিয়ন নিজেই এই ব্যবস্থার শিকারে পরিণত হয়েছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকে তিনি নিজ অস্ত্রে নিজেই ক্ষত বিক্ষত হয়েছিলেন।